।। কর্ণাটক বা দক্ষিণ ভারতীয় তাল-পদ্ধতি ।।

প্রাচীনকালে এই পদ্ধতিতে **একশো আটটি** তাল থাকলেও বর্তমানে অবশ্য **মাত্র সাতটি মুখ্য তাল প্রচলিত আছে**। তবে জাতিভেদে এই সাতটি তালের **প্রত্যেকটিরই আছে পাঁচটি করে জাতিরূপ**, যার ফলে তালের রূপ হয় (৭ X ৫ = ৩৫) **পঁয়ত্রিশটি**। আবার এই **পঁয়ত্রিশটি রূপের প্রত্যেকটির পাঁচটি করে গতিরূপ থাকায় মোট সংখ্যা** দাঁড়ায় (৩৫ X ৫ = ১৭৫) **একশো পঁচাত্তর**। সুতরাং সাতটি মুখ্য তাল থেকে আমরা একশো পঁচাত্তরটি রূপ বা প্রকারের পরিচয় পাই। **পুরোপুরি অঙ্কের হিসেবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণী তালের এই রূপগুলি**। এক-একটি তাল থেকে কিভাবে পাঁচটি করে জাতিরূপ এবং তাকে ভিত্তি করে আবার এক-একটি জাতিরূপের পাঁচটি করে গতিরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক তালের পঁচিশটি প্রকার তৈরি হয়, তা জানতে গেলে এই পদ্ধতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি গড়ে তোলা দরকার।

আপনাদের হয়তো মনে আছে যে এই গ্রন্থের **'প্রথম আবৃত্তির'-র সপ্তম অধ্যায়ে 'তালের প্রাণ'** সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল যে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত থেকে প্রায় বিদায় নিলেও দক্ষিণ ভারতীয় অর্থাৎ কর্ণাটক সঙ্গীতে তালের প্রাণের পরিচয় এখনো দেখা যায়। প্রাণ বলতে কি বোঝায় তা বলার সাথে সাথেই **কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার** ইত্যাদি দশ রকম উপাদানের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত পণ্ডিতেরা এই **দশটিকেই তালের প্রাণ** বলে উল্লেখ করেন। সবগুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কর্ণাটক পদ্ধতিতে যেগুলি **খুবই গুরুত্বপূর্ণ**, সেইগুলি একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক্।

কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হ'ল জাতির। জাতি থেকেই এতে বিভাগীয় মাত্রার সংখ্যা বোঝা যায়। প্রত্যেকটি তালের জাতি আছে **পাঁচটি করে**। এগুলি হ'ল তিস্র বা ত্র্যস্র, চতস্র বা চতুরস্র, খণ্ড, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ। কর্ণাটক পদ্ধতিতে **মুখ্য সাতটি** তালের নাম হ'ল ধ্রুবম্ বা ধ্রুব, মঠ্যম্ বা মঠ, **রূপকম্ বা রূপক, ঝম্প, ত্রিপুট, অঠ বা অট এবং একম্ বা এক**। এই সাতটি তালের **প্রত্যেকটির উপরোক্ত পাঁচটি জাতিতে ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট পৃথক-পৃথব তালরূপ আছে**। ঐ তালরূপগুলির **প্রত্যেকটিরই** আবার দু'টি করে জাতিনামও **আছে**। কাজেই আমরা ঐ মুখ্য সাতটি তালকে ভিত্তি করেই পঁয়ত্রিশটি তাল পেয়ে থাকি। এই মজাদার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রিত করে লঘু, কারণ লঘুর মান এক-একটি জাতিতে এক-একরকম।

আমরা জানি যে লঘু হ'ল একটি অঙ্গের নাম। 'প্রথম আবৃত্তি'তে অঙ্গ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্গগুলির নাম, তাদের অক্ষরকাল এবং চিহ্নের পরিচয়ও আমরা তখনই পেয়েছি। কর্ণাটক সঙ্গীতের তাল রচনার ক্ষেত্রে অঙ্গের ভূমিকা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে অতীতের মত অতগুলি অঙ্গের ব্যবহার (প্রথম আবৃত্তিতে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত ও কাকপদ অঙ্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।) এখন আর করা হয় না, এখন প্রচলিত মাত্র তিনটি অঙ্গ — অনুদ্রুত (,) দ্রুত (০) এবং লঘু (।)। অক্ষরকাল বা মাত্রাসংখ্যার মাপ হিসাবে অনুদ্রুত এক এবং দ্রুত দু' মাত্রার। কিন্তু লঘুর মাত্রাসংখ্যা জাতিভেদে বদলে যায়। তিস্র বা ত্র্যস্র জাতিতে লঘুর মান তিন মাত্রা, চতস্র বা চতুরস্র জাতিতে চার, খণ্ডতে পাঁচ. মিশ্রতে সাত এবং সঙ্কীর্ণ জাতিতে ন' মাত্রা।

এবারে দেখুন জাতি এবং অঙ্গের প্রভাবে কর্ণাটক পদ্ধতির মুখ্য সাতটি তাল কিভাবে চেহারা বদল করে। প্রথমেই ধরা যাক্ ধ্রুবম্ বা ধ্রুব তাল। দক্ষিণী পদ্ধতিতে এই তালের পরিচিতি হ'ল — I০II অর্থাৎ লঘু + দ্রুত + লঘু + লঘু। জাতি না জানা থাকলে অবশ্য এইটুকু দেখেই মোট মাত্রাসংখ্যা বলা যাবেনা। কিন্তু জাতির নাম জানলে ঐ সামান্য চিহ্ন থেকেই পুরো হিসেব আমরা পেয়ে যাবো। ধরুন তিস্র জাতির ধ্রুবম্ তালের কথা বলা হয়েছে। ঐ জাতিতে লঘুর মান থাকে তিন মাত্রা। অতএব লঘু চিহ্নের জায়গায় তিন এবং দ্রুত চিহ্নের জায়গায় নির্ধারিত দু' মাত্রা ধরে হিসেব করতে হবে। তাহ'লে আমরা পাবো মোট (৩ + ২ + ৩ + ৩ = ১১) এগারো মাত্রা। চতস্র জাতিতে লঘুর মান চার মাত্রা; তাই সেক্ষেত্রে হবে (৪ + ২ + ৪ + ৪ = ১৪) চোদ্দো মাত্রা। এইভাবেই বিভিন্ন জাতিতে লঘুর মান অনুসারে হিসেব করতে হবে। দ্রুত বদলায় না, সব সময়েই তার মান তাই দু' মাত্রা।

নিয়মটা জানা হ'ল। এবারে নীচের তালিকাটি দেখলেই প্রত্যেকটি তালের পাঁচটি করে জাতির চেহারাটা এক নজরেই চিনে নিতে পারবেন।

।। এক-নজরে কর্ণাটকী তাল ।।

তালের নাম ও চিহ্ন	জাতির নাম	তালের জাতি-নাম	অক্ষর-কাল বা মাত্রাসংখ্যা
১) ধ্রুবম্	তিস্র	মণি ও পিক	৩ + ২ + ৩ + ৩ = ১১
বা	চতস্র	শ্রীকর ও বটি	৪ + ২ + ৪ + ৪ = ১৪
ধ্রুব	খণ্ড	প্রমাণ ও সক	৫ + ২ + ৫ + ৫ = ১৭
IOII	মিশ্র	পূর্ণ ও লর	৭ + ২ + ৭ + ৭ = ২৩
	সঙ্কীর্ণ	ভুবন ও ধার	৯ + ২ + ৯ + ৯ = ২৯
২) মঠ্যম্	তিস্র	সার ও হীন	৩ + ২ + ৩ = ৮
বা	চতস্র	সম ও নট	৪ + ২ + ৪ = ১০
মঠ	খণ্ড	উদয় ও রিপু	৫ + ২ + ৫ = ১২
IOI	মিশ্র	উদীর্ণ ও তপ	৭ + ২ + ৭ = ১৬
	সঙ্কীর্ণ	রাজ ও নর	৯ + ২ + ৯ = ২০
৩) রূপকম্	তিস্র	চক্র ও বাণ	২ + ৩ = ৫
বা	চতস্র	পত্তি ও ঋতু	২ + ৪ = ৬
রূপক *	খণ্ড	রাজ ও তুরঙ্গ	২ + ৫ = ৭
OI	মিশ্র	কুল ও নিধি	২ + ৭ = ৯
	সঙ্কীর্ণ	বিন্দু ও হর	২ + ৯ = ১১
৪) ঝম্প	তিস্র	কদম্ব ও ঋতু	৩ + ১ + ২ = ৬
।⌣O	চতস্র	মধুর ও হয়	৪ + ১ + ২ = ৭
	খণ্ড	বণ ও বসু	৫ + ১ + ২ = ৮
	মিশ্র	সুর ও দিক	৭ + ১ + ২ = ১০
	সঙ্কীর্ণ	কর ও রবি	৯ + ১ + ২ = ১২
৫) ত্রিপুট	তিস্র	শঙ্খ ও তুরঙ্গ	৩ + ২ + ২ = ৭
IOO	চতস্র	আদি ও মাতঙ্গ	৪ + ২ + ২ = ৮
	খণ্ড	দুষ্কর ও নিধি	৫ + ২ + ২ = ৯
	মিশ্র	লীলা ও ঈশ	৭ + ২ + ২ = ১১
	সঙ্কীর্ণ	ভোগ ও বিশ্ব	৯ + ২ + ২ = ১৩

* এই তালের তালচিহ্ন নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো মতে চিহ্নটি ০।, আবার কোনো মতে ।০ — দু'টি মতেই মাত্রাসংখ্যা এক থাকলেও বিভাগীয় মাত্রা পাল্টে যায়।